প্রথমবারের মত বাংলা গানে উস্তাদ রাহাত ফাতেহ আলী খান

সংগৃহীত ছবি

বাংলাদেশের সঙ্গীতাঙ্গনে এবার প্রথমবারের মতো কণ্ঠ দিলেন বিশ্বখ্যাত পাকিস্তানি সঙ্গীতশিল্পী ওস্তাদ রাহাত ফাতেহ আলী খান। বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী রুবাইয়াত জাহানের সঙ্গে যুগলবন্দী হয়ে তিনি গেয়েছেন দ্বৈত গান ‘তুমি আমার প্রেম পিয়াসা’। হঠাৎ আসা এই চমক দুই দেশের সঙ্গীতপ্রেমীদের কাছে যেমন বিস্ময়ের, তেমনি সাংস্কৃতিক বন্ধনের সেতুতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

গানটির সুর ও সঙ্গীতায়োজন করেছেন পাকিস্তানের নামকরা সঙ্গীত পরিচালক রাজা কাশেফ। তারই উৎসাহ ও পরিকল্পনায় রাহাত ফতেহ আলী খান বাংলা গানে কণ্ঠ দেওয়ার মতো চ্যালেঞ্জিং পদক্ষেপ নেন। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই গানটি সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। বিশেষ করে গানের একটি লাইন— ‘এলে তুমি মনের গভীরে, জানবে তোমার আমি কে’—শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। রাহাতের নিখুঁত উচ্চারণ আর আবেগঘন পরিবেশনা ভক্তদের মুগ্ধ করেছে। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, তাকে শুনে মনে হয়েছে যেন তিনি একজন বাংলাদেশি শিল্পীই।

LENS ASIA

পাকিস্তানি গণমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে রাজা কাশেফ জানান, "আশা ভোঁসলে কিংবা আদনান সামির মতো কিংবদন্তিদের সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু রাহাত ফাতেহ আলী খান এই পরিবেশনা যে গভীর ছাপ ফেলেছে, তা সত্যিই অনন্য। তার গায়কী বিশ্বসঙ্গীতে নতুন দিগন্ত খুলে দেয়ার মতো শক্তিশালী।"

অন্যদিকে রুবাইয়াত জাহান জানিয়েছেন, রাহাত ফাতেহ আলী খান বাংলা উচ্চারণে নিখুঁত হতে গানটি উর্দু লিপিতে লিখে নিয়েছিলেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে চর্চা করেছিলেন। তার ভাষায়, “এত বড় একজন কিংবদন্তির সঙ্গে গাইতে পারা আমার জীবনের অন্যতম সেরা সম্মান।”

এই যুগলবন্দী নিছক একটি গান নয়, বরং দক্ষিণ এশীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়। পাকিস্তানের সমৃদ্ধ কাওয়ালি ঐতিহ্য আর বাংলাদেশের সুরের গভীর আবেগ মিলেমিশে এখানে সৃষ্টি করেছে এক বিরল শিল্পরস, যা দুই দেশের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনকে করেছে আরও দৃঢ় ও প্রাণবন্ত